بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১লা মে, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিতের আলোকে তাঁর সততা ও সত্যবাদিতার কতিপয় ঘটনা তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিতে সর্বাবস্থায় তাঁর সত্যের ওপর অটল ও অবিচল থাকার এবং এ বিষয়ে বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদানের কতিপয় ঘটনা আজ উপস্থাপন করব। প্রথমেই তাঁর একজন ঘোর বিরোধী মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভী সাহেবের কথা বলব, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কুফরি ও মিথ্যার অভিযোগ উত্থাপন করেছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে হুযূর (আ.) যে উত্তর প্রদান করেছিলেন তা তুলে ধরছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, "**যদি আপনি সত্যসন্ধানী হয়ে আমার জীবনচরিতের প্রতি আলোকপাত করেন, তবে অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে আপনার নিকট এটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মহান আল্লাহ্ সর্বদা আমাকে মিথ্যার অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করেছেন। এমনকি বহুবার বৃটিশ আদালতে আমার জীবন ও সম্মান এমন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে যে, কোনো কোনো আইনজীবী মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ দেখাননি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনে আমি সত্যের জন্য নিজের জীবন ও সম্মান পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থেকেছি। অনেক সময় আর্থিক মামলা-মোকদ্দমায় সত্যের জন্য আমি বড়ো বড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি, আবার অনেক ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে আমি নিজের পিতা ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেও কুণ্ঠা বোধ করিনি আর সত্যের আঁচল কখনো পরিত্যাগ করিনি। কে প্রমাণ করতে পারে যে, আমার মুখ থেকে কখনো মিথ্যা উচ্চারিত হয়েছে? অতএব যেখানে আমি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মানবজাতির ব্যাপারে শুরু থেকেই মিথ্যা পরিত্যাগ করেছি এবং বহুবার নিজের জীবন ও সম্পদ সত্যের জন্য উৎসর্গ করেছি, সেক্ষেত্রে আমি কীভাবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলব?**" এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের তিনটি ব্যক্তিগত ঘটনা উপস্থাপন করে এর অনুরূপ কোনো ঘটনা উপস্থাপনের করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভী সাহেবকে।

তিনি (আ.) প্রথম যে ঘটনাটি উল্লেখ করেন তা হলো, আমার পিতার মৃত্যুর পর লাহোরের মির্যা আযম বেগ সাহেব কাদিয়ানে জমির অংশীদার মালিকদের মাধ্যমে আমার ও আমার মরহুম ভাই মির্যা গোলাম কাদের সাহেবের বিরুদ্ধে জেলা আদালতে জমির দখল সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করে। আমি ভালোভাবে জানতাম, এসব অংশীদারদের জমির ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই, কারণ এটি একটি হারানো সম্পত্তি ছিল আর যা শিখদের আমলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং আমার পিতা একাই মামলা করে সেই জমি ও অন্য গ্রামগুলো উদ্ধারের জন্য প্রায় আট হাজার টাকা গচ্চা দিয়েছিলেন, যাতে সেই অংশীদারেরা এক পয়সা দিয়েও সাহায্য করেনি। মামলার এক পর্যায়ে যখন আমি জয়ের জন্য দোয়া করি, তখন এই এলহাম হয়, **'উজীবু কুল্লা দুআইকা ইল্লা ফি শুরাকাইকা'** অর্থাৎ, **অংশীদারদের দোয়া ব্যতীত আমি তোমার সকল দোয়া কবুল করব।** এই এলহাম লাভের পর আমি, আমার ভাই ও সকল নারী-পুরুষ এবং আত্মীয়-স্বজনকে (যাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো জীবিত আছেন) একত্রিত করি এবং স্পষ্ট করে বলে দেই, অংশীদারদের সাথে মিলিত হয়ে মোকদ্দমা কোরো না, এটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পরিপন্থি। কিন্তু তারা আমার কথা মানেনি এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তবে আমার আর্থিক ক্ষতি হলেও সে বিষয়ে

অটল থাকি যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বাধা দিয়েছিলেন, তাই আমি আর মামলা পরিচালনা করিনি।

দ্বিতীয় যে ঘটনা তিনি (আ.) উল্লেখ করেছেন তা হলো, আনুমানিক পনের-ষোলো বছর বা তার কিছু বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন এই অধম ইসলামের সমর্থনে আর্যদের মোকাবিলায় একজন খ্রিষ্টানের ছাপাখানায় একটি প্রবন্ধ ছাপানোর উদ্দেশ্যে খোলা খামে ভরে একটি পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করি এবং সেই খামের মধ্যে ছাপানোর জন্য নির্দেশনা সংবলিত একটি চিঠিও দেই, যার নাম ছিল **রালিয়া রাম** এবং সে একজন উকিলও ছিল আর তার একটি সংবাদপত্রও প্রকাশিত হতো। যেহেতু চিঠিতে এমন কিছু শব্দ ছিল যাতে ইসলামের সমর্থন ও অন্যান্য ধর্মের মিথ্যা হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত ছিল এবং নিবন্ধ ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য তাগিদও ছিল, তাই সেই খ্রিষ্টান উকিল ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে এবং শত্রুতাবশতঃ আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যায়। যেহেতু একটি পৃথক চিঠি খোলা ডাকের মধ্যে রাখা আইনত দণ্ডনীয়, যে সম্পর্কে এই অধমের কোনো জ্ঞানই ছিল না এবং ডাক বিভাগের আইন অনুসারে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি পাঁচশ' টাকা জরিমানা বা ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়ে থাকে; তাই সে বাদী হয়ে ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে এই অধমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অপরদিকে আমি এই মামলা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার আগেই আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে আমাকে অবহিত করেন, **'রালিয়া রাম উকিল আমাকে ছোবলের উদ্দেশ্যে একটি সাপ পাঠিয়েছে এবং আমি তাকে মাছের মতো ভেজে ফেরত পাঠিয়েছি।** যাহোক, এই অপরাধে আমাকে গুরুদাসপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেসব উকিলের কাছে মামলার বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হয়, তারা সবাই একবাক্যে এই পরামর্শ দেয় যে, মিথ্যা বলা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। তারা আমাকে পরামর্শ দেয় যে, আপনি উত্তরে বলবেন, **'আমি খামের ভেতরে চিঠি রাখিনি, রালিয়া রাম নিজেই রেখে থাকবে'**। এভাবে কথা বললে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে খালাস পাওয়া যাবে; অন্যথায় মামলার অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। কিন্তু আমি তাদের সবাইকে উত্তরে বলি, আমি কোনো অবস্থাতেই সত্য থেকে বিরত থাকতে চাই না; যা হবে দেখা যাবে, আমি মিথ্যা বলব না। বিচারকার্যের দিন আদালতের বিচারক নিজের হাতে আমার জবানবন্দি লিখে নেন এবং প্রথমেই আমাকে এই প্রশ্ন করেন যে, তুমি কি এই চিঠিটি নিজের খামের ভেতরে রেখেছিলে এবং এই চিঠি আর এই খাম কি তোমার? তখন আমি উত্তরে বলি, **এটি আমারই চিঠি এবং আমারই খাম আর আমি এই চিঠি খামের ভেতরে রেখেই প্রেরণ করেছি, তবে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো মন্দ অভিপ্রায়ে আমি এ কাজ করিনি।** এ কথা শুনে খোদা তা'লা সেই ইংরেজ বিচারকের হৃদয় আমার প্রতি আকৃষ্ট করে দেন। ডাক বিভাগের অফিসার আমার বিপক্ষে অনেক উচ্চবাচ্য করে এবং ইংরেজিতে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা দেয়। যখন সে বক্তব্য দিচ্ছিল তখন আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু এটুকু বুঝেছিলাম যে, বিচারক তার প্রতিটি কথার পর নো নো বলে উত্তর দিচ্ছিলেন অর্থাৎ, তার কথা গ্রহণ করছিলেন না। পরিশেষে বিচারক আমাকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। অতঃপর আমি বাইরে বের হয়ে কৃপালু খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এরপর তৃতীয় উদাহরণ হিসেবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার ছেলে মির্যা সুলতান আহমদ এক হিন্দুর বিরুদ্ধে মামলা করেছিল যে, সে আমাদের জমির ওপর গৃহ নির্মাণ করেছে। তাই সেই গৃহ ভেঙে ফেলার দাবি করা হয়েছিল, কিন্তু মামলার প্রস্তুতির সময়

একটি বিষয় বাস্তবতার বিপরীত ছিল, যা প্রমাণিত হলে মামলাটি খারিজ হয়ে যেত। আর যদি মামলা খারিজ হয়ে যায় তাহলে শুধু সুলতান আহমদই নয় বরং আমাকেও সম্পত্তির দিক থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষ সুযোগ বুঝে আমার সাক্ষ্য নেওয়ার প্রস্তাব দেয় আর বলে, ঠিক আছে, মির্যা সাহেব যা বলবেন আমরা মেনে নেব। শুনানির দিন সুলতান আহমদের উকিল আমার কাছে এসে বলে, এখন মামলার শুনানির সময়। আপনি কী সাক্ষ্য দেবেন? আমি বললাম, **আমি সে কথাই বলব যা সত্য এবং বাস্তব।** তখন সে বলে, তাহলে আপনার কোর্টে যাওয়ারই বা কী দরকার? আমিই যাই। মামলা পরিচালনার আর কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি যদি সত্য বলেন, তাহলে তো মামলাটি খারিজ হয়ে যাবে। এভাবে আমি নিজের হাতে কেবল সত্যের প্রতি অনুগত থাকার কারণে এই মামলাটি নষ্ট করে দেই এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সত্যবাদিতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আর্থিক ক্ষতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করি।

হুযূর (আই.) এই বাড়িটির ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এই বাড়িটি ডেপুটি শঙ্কর দাসের বাংলো নামে পরিচিত ছিল, যে চরম পক্ষপাতদুষ্ট ও বিরোধী ছিল। এছাড়া এই বাড়ি থেকে হুযূর (আ.)-এর বাড়িঘরের পর্দাও বিঘ্নিত হতো। উপরন্তু, সে নামাযের জন্য আগত মুসাল্লীদের গালিগালাজ করত। যখন নামাযীরা হুযূর (আ.)-এর কাছে তার আচরণের ব্যাপারে অভিযোগ করত, তখন তিনি (আ.) বলতেন, **ধৈর্য ধারণ করো! রাজ দরবারের সামনে কেউ টিকে থাকতে পারে না।** অতঃপর অচিরেই দেখা যায়, ডেপুটির সমৃদ্ধ ঘরবাড়ি ধ্বংস হতে শুরু করে এবং সে নিজেও অসুস্থ হয়ে বা অন্য কোনোভাবে সেখান থেকে চলে যায়। পরবর্তীতে এই বাড়িটি হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) ক্রয় করেন। ১৯৩২ সালে এই বাড়িতে সদর অঞ্জুমানে আহমদীয়ার কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর শুভ উদ্বোধন করেন।

হুযূর (আই.) হযরত মিয়াঁ আল্লাহ্ ইয়ার সাহেবের বরাতে আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত সাহেব (আ.)-এর বয়স পঁচিশ-ত্রিশ বছর ছিল তখন তাঁর পিতার সঙ্গে উত্তরাধিকারীদের একটি গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তাঁর পিতার ধারণা ছিল, জমি আমাদের হওয়ায় গাছও আমাদের মালিকানাধীন। হুযূর (আ.)-এর পিতা তাঁকে মামলার তদারকির জন্য গুরদাসপুরে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে হুযূর (আ.) সাক্ষীদের বলেন, **আব্বাজান অযথাই জোর করছেন; গাছ তো ফসলের মতোই। এরা গরিব মানুষ, কেটে নিলে ক্ষতি কী! আমি আদালতে এ কথা বলতে পারব না যে, এগুলো সম্পূর্ণই আমাদের। তবে, আমাদেরও একটি অংশ থাকতে পারে।** লোকেরাও হুযূর (আ.)-এর প্রতি গভীর আস্থা রাখত। যখন ম্যাজিস্ট্রেট তাদের জিজ্ঞেস করেন, তারা বিনা দ্বিধায় বলে, মির্যা সাহেবকেই জিজ্ঞেস করুন। জিজ্ঞেস করা হলে হুযূর (আ.) বলেন, **আমার মতে গাছ ফসলের মতো। যেভাবে ফসলে আমাদের অংশ রয়েছে, তেমনই গাছেও আমাদের অংশ আছে।** ফলে হুযূর (আ.)-এর এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট উত্তরাধিকারীদের পক্ষে রায় প্রদান করেন।

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত থেকে তাঁর সততা ও সত্যবাদিতার কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করলাম। তিনি (আ.) সর্বদা সত্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং কখনো মিথ্যার ধারেকাছেও যাননি। তিনি তাঁর অনুসারীদেরও সর্বদা সত্যের ওপর অবিচল থাকার উপদেশ দিয়েছেন, বরং বয়আতের শর্তাবলীতেও এটি উল্লেখ আছে যে, আমরা মিথ্যাকে ঘৃণা করব এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

থাকব। অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো সত্যকে আমাদের জীবনের অংশে পরিণত করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)